ভোরের পাখি
দর্পণ কবীর

ঃ আমরা মজিদ পাগলার সাথে দেখা করবো।
দৃঢ়কণ্ঠে বললো বিজু। কথা শুনে ভড়কে গেল পলাশ। ভয়ে ওর গা শিরশির করে উঠলো। এমনিতেই ও ভয়কাতুরে। পাগলের সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ড় কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু বিজুর মুখেল উপর 'না' বলতে পারছে না। একজন বদ্ধ পাগলের সাথে দেখা করার কোনো মানে হয়? ওর অস্বস্থি হতে লাগলো। ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে রায় বাড়ির ন্যাড়া বেল গাছটির নিচে। ওদের সাথে রয়েছে অপু ও বিপুল। চার বন্ধুর মিটিং। পনের ডিসেম্বরের শেষ বিকেল সবে সন্ধ্যায় ঝুঁকেছে। স্থির আকাশে শীতের পাখিরা উড়ে যাচ্ছে সারি বেঁধে। পাখিরা আকাশের আঁকছে সারি বদ্ধতার নকশা। তাকালে চট করে চোখ ফিরিয়ে নেয়া যায় না। কিন্তু সেদিকে কারো খেয়াল নেই। ওরা বিজয় দিবস উদযাপনের আলোচনা নিয়ে ব্যস্ড়। ওদের মনে এক ধরনের উত্তেজনা জোছনার নরোম আলোর মত পেখম ছড়িয়ে রয়েছে। এবারের বিজয় দিবস ওরা বিশেষভাবে উদযাপন করবে বলে ঠিক করেছে। ঝোঁক চেপেছে দস্যিপনায়। মজিদ পাগলার সাথে দেখা করা চাট্টিখানি কথা নয়! বুক ভরা সাহস চাই। অবশ্য পলাশের ঘোর আপত্তি। বিজু অটল। অপুর ও বিপুল দোদুল্যমান। সন্ধ্যা সাতটা ঘন হয়ে এলো। বিজু কণ্ঠে জোর রেখে ঘোষণার মত বললো,
ঃ আমরা কাল খুব ভোরে একগুচ্ছ ফুল নিয়ে মজিদ পাগলার কাছে যাবো। একাত্তরে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা আনার জন্যে তাকে অভিবাদন জানাবো। একজন বীরযোদ্ধার এই সম্মানপ্রাপ্য।
পলাশ গলা কেশে নিলো। গলা শুকিয়ে কাঠ। একটা প্রতিবাদ কণ্ঠ পর্যন্ড় উঠেও আটকে গেল। প্রতিবাদ করে লাভ হবে না, ও জানে। বিজু বরাবরই দুরন্ড়। ডানপিটে। একফোঁটাও ভয় নেই। ও পড়ে সপ্তম শ্রেণীতে। অথচ নবম শ্রেণীর ছাত্রদের সাথে হরহামেশা মারামারি করে। মাথা নোয়াতে শেখেনি। কারো না কারো সাথে টুঁশঢাশ লেগেই আছে। মাঝে মাঝে ওর উপর দিয়েও ঝড় বয়ে যায়। এইতো সেদিন আমলাপাড়ার ছেলেরা ও কে আচ্ছা মত ধোলাই দিয়েছে। ও পাড়ার সুমন, আজম ও লিয়াকত ওকে একা পেয়ে এমন প্যাঁদানী দিয়েছে যে, ও বামচোখ ফুলিয়ে গায়ের শার্টটি রেখে এসেছে। প্যান্টটাও ছিড়ে ফুড়ে চৌচির। কোনরকম ইজ্জত রক্ষা হয়েছে। তবে বিজুও ওদের ছেড়ে দেবে না। সময় মত গুনে গুনে সব শোধ দিয়ে দেবে। বিজুর মারকুটে বলে ক্লাসের সবাই ওকে সমীহ করে। অনেকে এড়িয়ে চলতেও পছন্দ করে। এই বিজুর মুখের উপর 'না' বলাটা পলাশের সাহসে কুলাচ্ছে না। আবার বিদঘুরে প্রস্ড় াবটাও মেনে নেয়া যায় না। একজন পাগলের সাথে দেখা করে কি হবে? তাছাড়া মজিদ পাগলা কাউকেই সহ্য করতে পারে না। ভীষণ উন্মাদ! তার কাছে কি কেউ ঘেঁষে? নাকি ঘেঁষার সাহস রাখে? একাত্তরে যুদ্ধ করে সেই যে পাগল হলো আজ অব্দি সুস্থ হলো না। একাত্তরেও পাগল ছিলো। তখন ছিল মুক্তি পাগল। সবাই বলতো 'মুক্তিযোদ্ধা'। তার ছিলো সে কী সাহস! শত্র হননে সে ছিলো বেপরোয়া। খেপাটে ।যুদ্ধের ময়দানে বুক চিতিয়ে যুদ্ধ করতো। শত্রর মুখোমুখি ছিলো নির্ভীক।
পাকসেনারা গ্রামে প্রবেশ করার সময সে একবার জীবন বাজী রেখে পলাশডাঙ্গার ব্রীজ উড়িয়ে দিয়েছিলো। সেদিন গায় গায় পাকসেনা মারা পড়েছিলো! তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে মিলিটারি এসে গ্রাম ঘেরাও করলো। যে ক'টা যুবক পেল অস্ত্রের বর্বরতায় তাদের লাশ করে ফেলে রাখলো গ্রামের পথে–ঘাটে–মাঠে। বেছে বেছে যুবতী মেয়ে ও নারী ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখলো ওদের ক্যাম্পে। ঘরেঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিলো। সারা গাঁ পুড়ে খাঁক! মজিদ পাগলাও ছেড়ে দেযনি ওদের। দলবল নিয়ে লড়েছিলো ন'মাস। তখন শুধু লড়াই আর লড়াই! বোমা, গুলি, লাশ! চারদিকে ধ্বংস্তূপ। ক্রান্ড়ি কাল। দেশ জুড়ে পাকবাহিনীর তাবলীলা! দেশের দামাল ছেলেরা লড়তে লড়তে হয়ে উঠে অপ্রতিরোধ্য। বাতাসে ভেসে বেড়ায় মুক্তির অঙ্গীকার। বিপবে সবুজ ভূমি হলো লাল। সমগ্র দেশ জুড়ে

যুদ্ধ! মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতার যুদ্ধ। সে অনেক বছর হয়ে এলো। মুক্তিপাগল মজিদ আজ বদ্ধ পাগল। বন্দী হয়ে পড়ে আছে চেয়ারম্যানের আমবাগানের খুপড়িতে। চেয়ারম্যান তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। একাত্তরের যুদ্ধের কথা উঠলে মজিদ পাগলার কথা উঠে। এ ছাড়া গায়ের মানুষ তাকে প্রায় ভুলতে বসেছে। কেউ তাকে দেখতেও যায় না। যাবেই বা কে? মজিদ পাগলার আপনজন বলতে কেউ বেঁচে নেই। যুদ্ধে সে সবাইকে হারিয়েছে। আহা বেচারা! পলাশের মনে দুঃখ জমে। মায়া হয়। ভাবনা গভীর হয়। ওর ভাবনার গভীরতা ভেঙে দেয় বিপুল।

ঃ পলাশ, তুই কি ভাবছিস?

ঃ লোকটা পাগল হলো কি করে?

পাল্টা প্রশ্ন করে ও।

ঃ কি জানি, হয়তো যুদ্ধে সবাইকে হারিয়েছে বলে।

ঃ না। মুক্তিযোদ্ধারা সবকিছু ত্যাগ করতে পারে। তারা সাধারণের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে।

ভারী কণ্ঠে বললো অপু।

ঃ তুই কি করে জানলি?

জানতে চায় পলাশ

ঃ পন্ডিত স্যার ক্লাশে একদিন একথা বলেছেন।

পরিবেশ এ মুহূর্তে একটু গুমোট ও বিষণ্ন। ওদের মনে সূক্ষ্ম বেদান গলা সাধছে। বিজু মনযোগসহকারে কিছু একটা ভাবছে। পলাশের ভয় কমে এসেছে। মজিদ পাগলার জন্যে ও কোমল টান অনুভব করছে। বিজুর সিদ্ধান্তটা কেন জানি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে।

সোনারগাঁয়ের পূবাকাশে ডিমের কুসুমের মত লালচে আভা দেখা যাচ্ছে। সূর্য উঠি-উঠি করছে। রাতের অন্ধকার ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে ধূসর কুয়াশার চাদর বিছিয়ে রয়েছে। শিশির ভেজা ভোর। কনকনে শীত। অপু, বিপুল, পলাশ ও বিপু চেয়ারম্যানের আম বাগানে ঢুকে পড়েছে। ওরা সন্তর্পণে হাঁটছে। ওদের উত্তেজনার কাছে হাড় কাপানো শীতও কাবু হয়ে গেছে। ওরা মজিদ পাগলার খুপড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিজুর হাতে একগুচ্ছ ফুল। টাটকা। বাগানের ভেতরে পাশাপাশি দুটি খুপড়ি। একটিতে মজিদ পাগলাকে শেকলে বেধে রাখা হয়েছে। অপরটিতে থাকে আদল দারোয়ান। সে চেয়ারম্যঅনের বিশ্বস্ত লোক। প্রভুভক্ত কুকুর যেমন। সে আমবাগান তদারক করে। শেকল বাধা মজিদ পাগলাকে সতর্ক চোখে রাখে। তাকে খেতে দেয়। যেন ছুটে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখে। মজিদ পাগলা ছুটলে আর রক্ষা নেই! হাতের কাছে যাকে পাবে তার প্রাণ বাঁচানো দায়! গেল বছর একবার ছুটে গিয়েছিলো। ব্যাস, এক ঘণ্টার মধ্যে এগারজন জখম হলো। সারা গা জুড়ে উৎপাত করেছিলো। কাছে যে যায় তাকেই মারে। এদিক ওদিক ছুটোছুটি। হৈ চৈ, চিৎকার-চেচামেচী। সেদিন গায়ের সবাই দল বেধে তাকে ধরেছিলো। এরপর থেকে মজিদ পাগলাকে কড়া পাহারায় রাখে আদল দারোয়ান। ওরা তাই পা টিপেটিপে হাঁটছে। শব্দ যতটা চেপে রাখা যায়। আদল দারোয়ান টের পেয়ে গেলে ওদের উদ্দেশ্যটা ভেস্তেযাবে। পলাশের ভেতরে ভয় ফণা তুলে আছে ও ফিসফিস করে বিজুকে জিজ্ঞেস করলো,

ঃ আচ্ছা, মজিদ পাগলাকে দূর থেকে দেখে চলে আসলে হয় না?

ঃ হি-স-স! চুপ!

সাবধান করে বিজু। পলাশ থামে না।

ঃ পাগলাকে ফুল দিয়ে কি হবে? সে কি ফুলের মূল্য বুঝবে?

ঃ বুঝুক না বুঝুক, ফুল দিয়ে আমরা তাকে অভিবাদন জানাবো। তাছাড়া আমরা ফুল কোনো পাগলকে দিচ্ছি না, দিচ্ছি একজন মুক্তিযোদ্ধাকে।

রাগী গলায় জবাব দিলো বিপুল। পলাশ এমনিতেই তর্ক করতে পারে না। তার উপর এ রকম ভারী কথা শুনে যুতসই জবাব খুঁজে পায় না। ও চুপসে যায়। ওরা খুপড়ির কাছে চলে এসেছে বিজু মুখে আঙ্গুল তুলে চুপ থাকার ইঙ্গিত দিলো। খুপড়ির দরোজা হা করে খোলা। খুপড়ির ভেতরে ওরা মজিদ পাগলঅকে দেখতে পেলো। শেকল দিয় খুঁটির সাথে বাঁধা। শীর্ণ দেহ, লম্বা ঢ্যাঙ ঢ্যাঙা। মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ। চুল এলোমেলো। ছেঁড়া পোশাক। ছেড়া ও মলিন একটা কোট গায়ে চাপানো। সারা দায়ে রাজ্যের

ধুলোময়লা। মাথা অবনত। যেন ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেকটা যীশুর ক্রুশবিদ্ধ দৃশ্যের মত। ওরা শ্রদ্ধাচোখে চেয়ে থাকে। মনের বীণায় কে যেন মেঘমল্লার রাগিণী তুলে যাচ্ছে। চোখ থেকে নদী নেমে আসতে চায়। ওদের পলক সহজে পড়ে না। ভাবে এ লোকটিই একদিন গর্জে উঠেছিলো। স্বাধীনতা তারই ফসল। অথচ ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে সে আজ কালের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত। যে শেখালো মুক্তির মন্ত্রণা, সে-ই আজ বন্দী! বিজুর সাহস বরাবরই বেশি। ও মজিদ পাগলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। নির্ভয়ে। হাতের মুঠোতে ফুলের গুচ্ছ। সতেজ। পলাশের বুক দুরুদুরু। কনকনে শীতেও ঘামতে থাকে ও। বিজু কথাবলে,

ঃ আজ ষোলই ডিসেম্বর, বিজয় দিবস। আমরা তোমাকে অভিবাদন জানাতে এসেছি।

মজিদ পাগলা অবনত মাথা তুলে তাকায়। যেন দীঘল ঘুম থেকে এইমাত্র উঠলো। টু শব্দ করে না। এ এক বিস্ময়!

পাগল কি মাঝে মাঝে শান্ত থাকে? পলাশের মনে প্রশ্ন। বিজু কথা বলে যায়,

ঃ তুমি একাত্তরের বীরযোদ্ধা। আমরা তোমাকে ফুল দিয়ে সম্মান জানাচ্ছি।

বিকট অট্টহাসিতে কেঁপে উঠে ঘর। শেকল ছেড়ার ধাতব শব্দ হয়। ভড়কে যায় ওরা। কিন্তু ওদের অবাক করে দিয়ে মজিদ পাগলা স্বাভাবকি মানুষের মতো কথা বলে ওঠে,

ঃ আমার জন্য ফুল কেন এনেছিস? আমি তো ভাত চেয়েছি।

ওদের সাহস ফিরে আসে। বিপুল বললো,

ঃ আমরা তোমাকে ভাত দেবো। কারণ, তুমি আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছো।

আরো একবার হেসে উঠে পাগল। খুব মজা পেয়েছে যেন। প্রশ্ন করলো,

ঃ তবে আমার স্বাধীনতা কোথায়?

ওরা উত্তর খুঁজে পায় না। অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। অবাক কণ্ঠে অপু বললো,

ঃ তুমি তো দেখছি পাগল নও! একবারেই সুস্থ!

ঃ তাহলে আমার শেকল খুলে দে।

ঃ শেকল খুলে দিলে কি করবে?

বিপুলের প্রশ্ন।

ঃ আমি আরেকবার যুদ্ধ করবো!

তার দৃঢ়কণ্ঠের জবাবে ক্ষোভ, দুঃখ, হতাশা, গ্লানী, ঘৃণা....... টের পাওয়া যায়। ভীত কণ্ঠে পলাশ জিজ্ঞেষ করে,

ঃ কার সাথে যুদ্ধ করবে?

জবাব দেবার জন্য পাগল যেন প্রস্তুত ছিলো। বললো,

ঃ যারা আমার স্বাধীনতা কাড়তে চায়, তাদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করবো। ঘাপটি মেরে থাকা হায়েনার দল বেরিয়ে এসেছে। মাথার উপর উড়ছে শকুন। আবার যুদ্ধ করতে হবে। আমার শেকল খুলে দে।

গা ছম ছম করে ওদের। যেন এখনই বাঁধবে যুদ্ধ। পাগলের কণ্ঠে যুদ্ধের দামামা বাজছে। শেখল খুলতে এগিয়ে যায় বিজু। যেন ও শেকল খুলতেই এসেছে। অজানা ভয়ে পলাশ জড়োসড়ো। অথচ ভালো লাগছে। অদ্ভুত শিহরণ! আদল দারোয়ান যে কোন সময় এসে পড়তে পারে– সেই আশংকা এখন আর ওদের মনে নেই। পাগলকে মুক্ত করে দেয়া কি ঠিক? এ প্রশ্নটাও অবান্তর। ভোরের পাখিরা ঘুম ভেঙে উঠেছে। কিচিরমিচির শব্দ হচ্ছে আমবাগানে। খুপড়ির দরোজা গলে ভোরের নরোম আলো ঘরের ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছে। বিজু শেকল খুলছে। ওর পাশে অনড় দাঁড়িয়ে রয়েছে বিপুল, অপু ও পলাশ। ভোরের আলোয় ওদের অন্যরকম মনে হয়।